

মানব জীবনে
তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

عبد العليم بن كوثر
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

الناشر: مكتبة السنة
প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر: مكتبة السنة

كاتاخالي، راجشاهي، بنغلاديش.

Mobile : +8801912-005121

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

কাটাখালী, রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৮ ঈসাব্দী

বিনিময় মূল্য: ২০ টাকা

Manob jibone tawheed grohoner oporiharzota BY Abdul Alim Ibn Kawsar, B.A (Honours), Higher diploma & M. A, Madina Islamic University, Saudi Arabia. & Published by maktabatus Sunnah Price : 20 Takā only.

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
✧ প্রারম্ভিকা	০৫
✧ তাওহীদের পরিচয়	০৭
✧ ‘তাওহীদ’-এর প্রকারভেদ	০৮
(১) তাওহীদুর রুব্বিয্যাহ	০৮
(২) তাওহীদুল উলূহিয্যাহ	১১
(৩) তাওহীদুল আসমা-ই ওয়াছ-ছিফাত	১৩
✧ আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ ও গুণাবলী সাব্যস্ত করা এবং সেগুলোর প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় অবশ্যই খেয়াল করতে হবে	১৪
✧ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে দু’টি দল বিভ্রান্ত হয়েছে	১৬
✧ মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা	১৮
(১) তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মানুষের উপর ফরয এবং প্রত্যেকের উপর সর্বপ্রথম এর উপর আমল করাও ফরয	১৮
(২) তাওহীদ সর্বপ্রথম আদিষ্ট বিষয় এবং এর বিপরীত দিক সর্বপ্রথম নিষিদ্ধ বিষয়	১৯
(৩) তাওহীদ সবচেয়ে বড় সৎকাজ এবং এর বিপরীত দিক সবচেয়ে বড় অসৎকাজ	২০
(৪) আল্লাহ তা‘আলা বনী আদমের কাছ থেকে ‘তাওহীদ’-এর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তাদেরকে তাওহীদের ফিত্রাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন	২০
(৫) তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন	২২
(৬) সকল নাবী-রসূলকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই পাঠানো হয়েছিল এবং তাদের মৌলিক দা‘ওয়াতই ছিল তাওহীদের	২২

দা'ওয়াত	২৩
(৭) তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল করেন	২৩
(৮) পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই তাওহীদের আলোচনা	২৩
(৯) মানুষকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দিকেই দা'ওয়াত দিতে হবে	২৪
(১০) সমস্ত মানুষের উপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় হুকুম হচ্ছে তাওহীদ	২৫
(১১) যাবতীয় আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্তই হচ্ছে তাওহীদ	২৬
(১২) তাওহীদের মাধ্যমে পাপরাশি ক্ষমা করা হয়	২৮
(১৩) তাওহীদের কারণেই মানুষ 'মুসলিম' এবং 'কাফির'-এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে 'ওয়াল-বারা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	২৮
(১৪) তাওহীদের কারণেই জিহাদের বিধান প্রণীত হয়েছে	২৯
(১৫) তাওহীদ জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম শর্ত	২৯
(১৬) তাওহীদ জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অন্যতম শর্ত	৩০
(১৭) শক্তি অর্জন এবং যমীনে বিজিত হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে তাওহীদ	৩১
(১৮) নিরাপত্তা এবং হিদায়াতপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে তাওহীদ	৩১
(১৯) বরকত নাযিল হওয়ার অন্যতম কারণ তাওহীদ	৩২
(২০) কবরে বান্দাকে সর্বপ্রথম তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে	৩২
(২১) ক্বিয়ামতে শাফা'আতপ্রাপ্তির শর্ত হচ্ছে তাওহীদ	৩২

প্রারম্ভিকা :

যাবতীয় প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি মানব ও জিন জাতিকে কেবল তার তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

‘আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে’ (আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)।

ছলাত (দরুদ) ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন, ছাহাবায়ে কেরাম এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের পথের অনুসারীদের উপর, যাদের একমাত্র সাধনা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। তাওহীদ হচ্ছে দীনের মূল ভিত্তি। মানব জীবনে নিঃশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন যেমন, তাওহীদ গ্রহণের প্রয়োজনও তেমনই। যে হৃদয়ে তাওহীদ নেই, তা মৃত, যেন তাতে কোন প্রাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَوْ مِنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا.

‘সে ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, সে কি তার মত যে ঘোর অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের হতে পারে না?’ (আল-আন'আম, ৬:১২২)।

সে মৃত ছিল মানে সে কাফির ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে ইসলামে দীক্ষিত করে জীবন দান করেছেন। এখানে ‘আলো’ বলতে ‘হিদায়াত এবং ঈমান’কে বুঝানো হয়েছে।^১ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا.

‘এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি’ (আশ-শূরা, ৪২:৫২)।

একজন মুসলিমের জীবনে প্রতিটা মুহূর্তে তাওহীদের প্রয়োজন। ফজর থেকে যুহর পর্যন্ত আর কোন ফরয বা ওয়াজিব ছাড়া নেই; অর্থাৎ এসময়ে কাউকে আবশ্যিকভাবে আর কোন ছাড়া আদায় করতে হয় না। তার মানে ছাড়া এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও তা সময় ছাড়া আদায় করা যরুরী নয়। কিন্তু তাওহীদ এমন একটি ফরয কাজ, যা প্রতিটা মুহূর্তেই যরুরী। এক মুহূর্তের জন্যও যদি কেউ তাওহীদশূন্য হয়ে যায়, তাহলে সে অমুসলিম হয়ে যাবে। দুনিয়াবী শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই তাওহীদ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

‘যে মুমিন অবস্থায় সৎআমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত, তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব’ (আন-নাহল, ১৬:৯৭)।

মূলতঃ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা‘আলা না সৃষ্টি করেছেন দুনিয়া-আখিরাত, না মানুষ, না জান্নাত, না জাহান্নাম। এই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে জিহাদের নিশানও উড্ডয়ন হয়নি, রক্তও ঝরেনি।

পুস্তিকাটিতে মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

বিনীত

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা এবং এম. এ.

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।

তাওহীদের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : ‘তাওহীদ’ (التَّوْحِيدُ) শব্দটি وَحْدٌ يُوَحِّدُ تَوْحِيدًا বা بِأَب تَفْعِيل (التَّوْحِيدُ) থেকে গৃহীত। কোন কিছুকে ‘একক’ করে দেয়ার নাম ‘তাওহীদ’। আর এটা ‘না’ এবং ‘হ্যাঁ’-এর সমন্বয় ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। একক ব্যক্তি বা বস্তু ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে কোন হুকুমকে ‘না’ বলা, কিন্তু সেই একক ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে ‘হ্যাঁ’ বলা। যেমন আমরা বলতে পারি, কোন ব্যক্তির ‘তাওহীদ’ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পন্ন হবে না, যতক্ষণ না সে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (হক্) মা’বুদ নেই। এক্ষেত্রে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে ‘উলূহিয়াত’ বা ইবাদত-বন্দেগীকে ‘না’ বলল, কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রে সেগুলোকে ‘হ্যাঁ’ বলল বা আল্লাহর জন্য সেগুলোকে সাব্যস্ত করল। কেননা শুধু ‘না’ তো কেবলই ‘না’। আর শুধু ‘হ্যাঁ’ কোন হুকুমে অন্য কারো অংশগ্রহণকে বাঁধা দেয় না। যেমন- আপনি যদি বলেন, অমুক দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে এর মাধ্যমে আপনি সেই ব্যক্তির দণ্ডায়মানকে ‘হ্যাঁ’ বললেন বা সাব্যস্ত করলেন বটে, তবে তাকে দণ্ডায়মানের ক্ষেত্রে ‘একক’ গণ্য করলেন না। কেননা হতে পারে, তার সাথে আরো কেউ দাঁড়ানোর কাজে অংশগ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে আপনি যদি বলেন, কেউ দণ্ডায়মান নেই, তাহলে আপনি শুধু ‘না’ বললেন এবং কারো জন্য দাঁড়ানোর কাজটা সাব্যস্ত করলেন না। কিন্তু আপনি যদি বলেন, যায়েদ ছাড়া আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই, তাহলে এক্ষেত্রে আপনি দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে যায়েদকে ‘একক’ গণ্য করলেন। কেননা এখানে আপনি যায়েদ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে দাঁড়ানোর কাজকে ‘না’ বললেন। মূলতঃ এটাই হচ্ছে ‘তাওহীদ’ বাস্তবায়ন। অর্থাৎ তাওহীদকে ততক্ষণ তাওহীদ বলা যাবে না, যতক্ষণ না তাতে ‘না’ ও ‘হ্যাঁ’ উভয়ের সমন্বয় ঘটবে।

পারিভাষিক অর্থ : তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইসলামের নামে সৃষ্ট বিভিন্ন দল ও উপদল বিভ্রান্ত হয়েছে। কেউ কেউ খোদ শিরককেই তাওহীদ বানিয়ে নিয়েছে। কেউ ‘যত কাল্লা তত আল্লাহ’ বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। কেউ আবার সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার খোঁড়া অযুহাতে আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করেছে। কেউবা তাকুদীর এবং আল্লাহর ইচ্ছা অস্বীকার করাকে তাওহীদ মনে করেছে- নাউযুবিল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ নাবী-রসূলগণকে যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তা হলো,

২. তাওহীদের পরিচয়ের এ অংশ নিম্নবর্ণিত কিতাব থেকে গৃহীত: শায়খ ইবনে বায ও শায়খ উছায়মীন (রহি.), ফাতাওয়া মুহিম্মাহ লি উম্মিল উম্মাহ, তাহক্বীক: ইবরাহীম আল-ফারেস, (দারুল আছেমাহ, রিয়ায, ১ম প্রকাশ: ১৪১৩ হিঃ, পৃঃ ৩-১৪।

إِفْرَادُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

‘রুবুবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত এবং আসমা ওয়া ছিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট বিষয়াবলীর ব্যাপারে তাকে ‘একক’ গণ্য করাকে ‘তাওহীদ’ বলে’।

‘তাওহীদ’-এর প্রকারভেদ:

কুরআন-হাদীছ গবেষণা করে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম তাওহীদের তিনটি প্রকার উদ্ঘাটন করেছেন এবং তারা দেখেছেন যে, তাওহীদ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় এ তিন প্রকারের বাইরে নয়। সেগুলো হচ্ছে-

১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ) :

‘সৃষ্টি, মালিকানা এবং পরিচালনা হُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْخَلْقِ وَالْمُ لَكَ وَالتَّذْيِيرِ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক গণ্য করাকে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বলে। আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে একক জানতে হবে, তিনি ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرِزُفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

‘আল্লাহ ছাড়া কি কোন শ্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিয়কু দান করে? তিনি ব্যতীত কোন (হক্ক) উপাস্য নেই’ (ফাতির, ৩৫:৩)।

আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের উপাস্যের অসারতা বর্ণনা করে বলেন, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ‘সুতরাং যে সৃষ্টি করে, সে কি তার মত, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না’ (আন-নাহল, ১৬:১৭)।

অতএব, আল্লাহই একক শ্রষ্টা, তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহর সৃষ্টি বলতে সরাসরি তার সৃষ্টি তো আছেই, এমনকি তার সৃষ্টির সৃষ্টিও তার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য, তাক্বীদের প্রতি ঈমানের পূর্ণতা হচ্ছে, বান্দার কর্মের সৃষ্টিকর্তাও যে আল্লাহ তা‘আলা, সেখতার প্রতি ঈমান আনা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ‘প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর, তা সৃষ্টি করেছেন’ (আছ-ছফফাত, ৩৭:৯৬)।

কারণ বান্দার কর্ম তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং বান্দা আল্লাহর সৃষ্টি। আর যিনি কোন কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তার বৈশিষ্ট্যেরও সৃষ্টিকর্তা। আরেকটি কারণ হচ্ছে, বান্দার

কর্ম তার নিজস্ব ইচ্ছা ও শক্তিতে সংঘটিত হয়। আর বান্দা যেমন আল্লাহ্র সৃষ্টি, তেমনি তার ইচ্ছা এবং শক্তিও আল্লাহ্র সৃষ্টি। সুতরাং বান্দার কর্ম আল্লাহ্র সৃষ্টি।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ একক অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রেও ‘সৃষ্টি’ প্রমাণিত। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** ‘অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!’ (আল-মুমিনুন, ২৩:১৪)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবি অঙ্কনকারীদের সম্পর্কে বলেন, তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছ, তা জীবিত কর।^৩

তাহলে উভয় বক্তব্যের মধ্যে সমাধান কী? এর জবাব হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের পক্ষে আল্লাহ্র মত করে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ শূন্য থেকে অস্তিত্ব দান করতে পারে না। মানুষ শুধুমাত্র কোন কিছুকে এক বৈশিষ্ট্য থেকে অন্য বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করতে পারে; আর সেই ‘কোন কিছু’ তো আল্লাহ্রই সৃষ্টি। এই হচ্ছে আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং অন্যের সৃষ্টির মধ্যে তফাৎ। অতএব, সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ একক।

আল্লাহ তা‘আলা মালিক হিসাবেও একক। এরশাদ হচ্ছে, **تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ** ‘বরকতময় তিনি, যার হাতে সর্বময় মালিকানা’ (আল-মুলক, ৬৭:১)।

এখানেও একই প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রেও মালিকানা সাব্যস্ত; যেমন- আল্লাহ বলেন, **أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ** ‘অথবা সেসব ঘরে, যার চাবি তোমাদের মালিকানায় রয়েছে’ (আন-নূর, ২৪:৬১)।

তাহলে উভয় মালিকানার মধ্যে পার্থক্য কী? এর জবাব হচ্ছে, অন্যের মালিকানা আল্লাহ্র মালিকানার মত নয়। অন্যের মালিকানা সংকীর্ণ এবং সীমায়িত। যে বাড়ীর মালিক যাবেদ, সে বাড়ীর মালিক কিন্তু খালেদ নয়। অনুরূপভাবে খালেদ যে বাড়ীর মালিক, সে বাড়ীর মালিক কিন্তু যাবেদ নয়। তাছাড়া কারো মালিকানায় কিছু থাকলেও সে ইচ্ছামত তাতে কর্তৃত্ব করতে পারে না; বরং তাকে শরী‘আতের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্র মালিকানা এমন নয়; বরং তার মালিকানা সুপ্রশস্ত এবং অসীমায়িত। তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন। তিনি তার কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবেন না, কিন্তু মানুষ তাদের কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।

৩. ছহীহ বুখারী হা/২১০৫, ছহীহ বুখারীর বহু জায়গায় হাদীছটি এসেছে; ছহীহ মুসলিম হা/২১০৭।

আল্লাহ পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবেও একক। আসমান, যমীন এবং সমগ্র সৃষ্টি তিনিই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘জেনে রাখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ তারই’ (আল-আ‘রাফ, ৭:৫৪)। এখানেও একই প্রশ্ন আসতে পারে এবং জবাবও আগের মতই।

ইসলামে ‘তাওহীদুর রুব্বিইয়াত’-এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হতে পারবে না। তবে শুধু এর স্বীকৃতি কাউকে পরকালের আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারবে না, যতক্ষণ না সে এর আবশ্যিক বিষয় ‘তাওহীদুল উলূহিইয়াত’ বাস্তবায়ন করবে। মক্কার কাফিরদের অধিকাংশই আল্লাহকে রব, সৃষ্টিকর্তা, রিয়ক্বদাতা, পরিচালনাকারী হিসাবে স্বীকার করত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

‘যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ’ (আয-যুখরুফ, ৪৩:৯)। কিন্তু তারা তার সাথে অন্যান্য মূর্তি, দেব-দেবীকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ.

‘আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে’ (আয-যুমার, ৩৯:৩)। আর সে কারণেই তারা মুমিন হতে পারেনি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.

‘তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তবে (ইবাদতে) শিরক করা অবস্থায়’ (ইউসুফ, ১২:১০৬)।

বরং আল্লাহ তাদেরকে কাফির ও মুশরিক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের ঘোষণা দিয়েছেন। আর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের রক্ত ও মালকে বৈধ গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখ্য, কোন মানুষ আল্লাহর ক্বুব্বিয়াতকে অস্বীকার করেছে বলে জানা যায় না। কেউ অস্বীকার করলেও তা হয়েছে অহঙ্কারের কারণে; মন থেকে নয়। যেমনটি ঘটেছে ফেরাউনের ক্ষেত্রে, যখন সে তার ক্বওমকে বলেছিল,

يَا أَيُّهَا ‘أَمِيئُ التَّوَمَاتِ’ ‘আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব’ (আন-নাযি‘আত, ৭৯:২৪) এবং أَلَمْ يَأْتِكُمْ مِّنْ آلِهِ رَسُولٌ يُّبَيِّنُ لَكُمُ الْوَحْيَ الَّذِي يُنَزَّلُ فِي الصُّورِ لَئِيْلَكُمُ الْآيَاتُ لَوْ كُنْتُمْ عَاكِفِينَ أَعْلَى السُّجُودِ ‘হে পরিষদবর্গ! আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে’ (আল-ক্বাছাছ, ২৮:৩৮)। ফেরাউনের একথা তার মনের বিশ্বাস থেকে ছিল না।

২. তাওহীদুল উলূহিয়াহ (تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ) :

إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعِبَادَةِ ‘ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে নেয়ার নাম ‘তাওহীদুল উলূহিয়াহ’। অর্থাৎ বান্দাকে নিশ্চিত জানতে হবে যে, বাস্তবপক্ষে একক মা‘বুদ শুধু আল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলাই একক হক্ব ইলাহ ও মা‘বুদ, যার কোন শরীক নেই। অতএব, গাছ, পাথর ইত্যাদি জড়পদার্থ এবং সাধারণ মানুষ ও জিন তো বহু দূরের ব্যাপার, এমনকি আল্লাহর নিকটতম কোন ফেরেশতা, নাবী-রসূল বা অলি-আউলিয়ার জন্য কোন প্রকার ইবাদত নিবেদন করা শিরক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالْهَكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.

‘আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু’ (আল-বাক্বারাহ, ২:১৬৩)।

তাওহীদের এই প্রকারেই মুশরিকরা বিভ্রান্ত হয়েছিল, যাদের বিরুদ্ধে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। নাবী-রসূলগণ এই প্রকার তাওহীদ নিয়েই বেশী শ্রম দিয়েছেন। সেকারণে প্রত্যেক নাবী ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ক্বওমকে বলেছিলেন,

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা‘বুদই নেই’ (আল-আ‘রাফ, ৭:৫৯, ৬৫, ৭৩ ও ৮৫; হূদ, ১১:৫০, ৬১ ও ৮৪; আল-মুমিনুন, ২৩:২৩ ও ৩২)।

মনে রাখতে হবে, ইবাদত পাওয়ার জন্য যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, সেগুলো কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই। বান্দা যখন একথা জানবে এবং স্বীকার করে

নিবে, তখন তাকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্যই সম্পাদন করতে হবে। ইসলামের প্রকাশ্য ইবাদত- ছলাত, ছিয়াম, যাকাত, হাজ্জ, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজে নিষেধ, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, কাফির-মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, প্রতিবেশী, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও দাস-দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করা, চতুষ্পদ প্রাণীর প্রতি অনুগ্রহ করা, দু'আ করা, যিকর করা, কুরআন তেলাওয়াত করা ইত্যাদি যেমন শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করতে হবে; তেমনি ইসলামের অপ্রকাশ্য ইবাদত- আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি ঈমান, তার কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তার রসূলগণের প্রতি ঈমান, শেষ দিবসের প্রতি ঈমান, তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান, আল্লাহ ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে ভালবাসা, আল্লাহকে ভয় করা, তার উপর তাওয়াক্কুল করা, তার রহমতের আশা করা, তার আযাবের ভয় করা, বালা-মুছীবতে ধৈর্যধারণ করা, তার ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকা, তার কাছে সাহায্য চাওয়া, তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, তার জন্য যবেহ করা, তার জন্য মানত করা ইত্যাদিও শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সম্পাদন করতে হবে। এককথায় যার নাম ইবাদত, তা হতে হবে কেবল আল্লাহর জন্যই। এখানে ইবাদতের সংজ্ঞা বলে রাখাও যরুরী মনে করছি; ইবাদত হচ্ছে,

اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ.

‘অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য যেসব কথা বা কাজকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং সন্তুষ্ট থাকেন, সেসবের প্রত্যেকটিকেই ইবাদত বলে’।^৪

পক্ষান্তরে ‘তাওহীদুল উলূহিয়াত’-এর সাথে সাংঘর্ষিক যাবতীয় পাপাচার বর্জন করতে হবে। শিরকী ঝাড়ফুক, তাবীয-কবচ, দেহে রিং, বেল্ট, সূতা ইত্যাদি বুলানো, গাছ-গাছালি, পাথর-মাটি ইত্যাদির মাধ্যমে বরকত কামনা, কবরবাসীর নিকট সাহায্য চাওয়া, কবরের নিকট পশু যবেহ করা, কবর অতিরিক্ত উঁচু করা, পাকা করা, কবরে লেখা, কবরকেন্দ্রিক ভবন তৈরি করা, কবরে বসা, কবরের কাছে ও কবরের দিকে ফিরে ছলাত আদায় করা, কবরকেন্দ্রিক মসজিদ নির্মাণ করা, কোন কবর-মাযারে নেকীর আশায় সফর করা, শিরকী অসীলা গ্রহণ করা, আক্বীদা বা ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা অবলম্বন করা, যাবতীয় শিরক-বিদ‘আত,

৪. ইবনে তায়মিয়া, আল-উবুদ্বিইয়াহ, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ যুহাইর আশ-শাবীশ, (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৭ম প্রকাশ: ১৪২৬ হিঃ/২০০৫ খৃঃ), পৃঃ ৪৪।

কুফর ও মুনাফেকী, ইলমে গায়েব জানার দাবী, যাদু-টোনা, হাত গণনা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বড় বড় পাপ ও অন্যায থেকে যারপর নেই দূরে থাকতে হবে।

কেউ তাওহীদুল উলূহিয়াহকে না মেনে চললে সে মুশরিক ও কাফির হিসাবেই গণ্য হবে, যদিও সে তাওহীদুর রুব্বিয়াহ ও তাওহীদুল আসমা-ই ওয়াছ-ছিফাতকে মেনে নেয়। যদি কেউ আল্লাহকে একক সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও কর্তৃত্বের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে এবং তাওহীদুল আসমা-ই ওয়াছ-ছিফাতের ক্ষেত্রে সঠিক বিশ্বাস পোষণ করে, কিন্তু সে আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদত করে, তাহলে তার ঐ বিশ্বাস তার কোন কাজে আসবে না। ধরে নেওয়া যাক, কেউ উক্ত দুই প্রকার তাওহীদ মেনে চলে, কিন্তু সে মাযারে গিয়ে কবরবাসীর ইবাদত করে, সেখানে সেজদা করে, দেওয়াল-কাপড় ইত্যাদি ঘষাঘষি, চাটাচাটি করে, তাহলে সে কাফির-মুশরিক হিসাবেই গণ্য হবে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। ঠিক যেমনটি মক্কার মুশরিকরা তাওহীদুর রুব্বিয়াত মেনে নেওয়া সত্ত্বেও মুমিন হতে পারেনি; বরং মুশরিকই রয়ে গিয়েছিল।

৩. তাওহীদুল আসমা-ই ওয়াছ-ছিফাত (تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ) :

إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا سَمِيَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَوَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ بِإِبْثَاتِ مَا أَثْبَتَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْيِيلٍ.

আল্লাহ তা‘আলা তার কিতাবে বা তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যবানীতে হাদীছে নিজের জন্য যেসব নাম ও গুণ সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে তাকে একক বলে বিশ্বাস করাকে ‘তাওহীদুল আসমা-ই ওয়াছ-ছিফাত’ বলে। এসব সাব্যস্ত করতে গিয়ে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন, অস্বীকার, কল্পিত আকৃতি স্থির ও সাদৃশ্য প্রদান করা চলবে না। এসব নাম ও গুণকে এমনভাবে সাব্যস্ত করতে হবে, যেমনভাবে সাব্যস্ত করলে তার শানে মানায়। সাথে সাথে সেগুলোর প্রতি পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। পক্ষান্তরে যেসব নাম ও গুণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন, অস্বীকার, কল্পিত আকৃতি স্থির ও সাদৃশ্য প্রদান করা চলবে না। যেমন: আল্লাহ তার নিজের এক নাম দিয়েছেন আস-সামী‘ (الْسَّمِيعُ) বা ‘সর্বশ্রোতা’। এখন আস-সামী‘কে আল্লাহর একটি নাম হিসাবে বিশ্বাস করা আমাদের উপর ওয়াজিব। অনুরূপভাবে আস-সাম‘উ (الْسَّمْعُ) বা ‘শ্রবণ’ গুণটিকে আল্লাহর একটি গুণ হিসাবে বিশ্বাস করাও আমাদের উপর ওয়াজিব। এটাই এই নামের দাবী। কেননা ‘শ্রবণ’ ছাড়া ‘শ্রোতা’ হতে পারে না।

আরেকটি উদাহরণ- আল্লাহ বলেন, **بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ** ‘বরং তার দু’হাত প্রসারিত’ (আল-মায়িদাহ, ৫:৬৪)।

এখানে আল্লাহ নিজের জন্য দুই হাত সাব্যস্ত করলেন, যা প্রসারিত; অর্থাৎ খুব বেশী দিয়ে থাকেন। অতএব, আমাদের উপর এ বিশ্বাস করা ওয়াজিব যে, খুব বেশী প্রদান করার গুণে গুণান্বিত দু’টি হাত আল্লাহ তা’আলার রয়েছে। কিন্তু হাত দু’খানার কল্পিত কোন আকৃতি যেমন আমরা হৃদয়ে কল্পনা করব না, তেমন মুখেও বলব না। অনুরূপভাবে কোন সৃষ্টির হাতের সাথেও সে দু’টোর কোন সাদৃশ্য দেব না। আল্লাহ তা’আলা বলেন, **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** ‘কোন কিছুই তার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’ (আশ-শূরা, ৪২:১১)।

অতএব, কেউ আল্লাহর হাত দু’খানাকে কোন সৃষ্টির হাতের সাথে সাদৃশ্য দিলে সে উক্ত আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হিসাবে গণ্য হবে।

আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ ও গুণাবলী সাব্যস্ত করা এবং সেগুলোর প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল করতে হবে :

(ক) যেসব নাম ও গুণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সাব্যস্ত হয়েছে, সেগুলোতে কোনরূপ ‘তাহরীফ’ (التَّحْرِيفُ) বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যাবে না :

এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন দু’ভাবে হতে পারে। যথা- (১) শাব্দিক পরিবর্তন এবং (২) আর্থিক পরিবর্তন। প্রথম প্রকারের একটি উদাহরণ হচ্ছে, পরিবর্তনকারীরা নিম্নবর্ণিত আয়াতের **اسْتَوَى** শব্দটিতে একটি **ل** যোগ করে **اسْتَوَى** শব্দে পরিবর্তন করে ফেলেছে- **الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى** ‘পরম করুণাময় আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন’ (ত্ব-হা, ২০:৫)। অথচ **اسْتَوَى** শব্দের অর্থ- তিনি কর্তৃত্ব করেছেন, দখল করেছেন। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহর ক্রিয়াবাচক এই গুণটিকে কৌশলে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনের ৭ স্থানে নিজের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনি আরশের উপর সমুন্নত। আয়াতগুলোতে **اسْتَوَى** শব্দটি **عَلَى** শব্দের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। আর আরবী ভাষায় **اسْتَوَاءً** শব্দটি **عَلَى** শব্দের সাথে ব্যবহৃত হলে অর্থ হয়- **الْأَرْتِفَاعُ وَالْعُلُوُّ** উপরে উঠা, উর্ধ্ব অবস্থান করা। অতএব, আয়াতগুলোর মর্মার্থ হবে,

أَنَّ عَلًا عَلَى عَرْشِهِ غُلُوًّا خَاصًّا غَيْرَ الْغُلُوِّ الْعَامِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَكْوَانِ وَهَذَا الْغُلُوُّ ثَابِتٌ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلٌ عَلَى عَرْشِهِ غُلُوًّا يَلِيقُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُشَبِّهُهُ غُلُوُّ الْإِنْسَانِ عَلَى السَّرِيرِ وَلَا غُلُوُّهُ عَلَى الْأَنْعَامِ.

‘তিনি সমগ্র সৃষ্টির উপর আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন, সেটা বিশেষ সমুন্নত হওয়া, সাধারণ নয়। এই সমুন্নত হওয়া আল্লাহর জন্য প্রকৃতপক্ষে সাব্যস্ত। সুতরাং তিনি আরশের উপর এমনভাবে সমুন্নত, যেভাবে তার শানে মানায়। তার সমুন্নত হওয়া খাঁটের উপর বা জীব-জন্তুর উপর মানুষের সমুন্নত হওয়ার মত নয়’।^৫

আল্লাহর হাতের অর্থ ‘শক্তি’ বা ‘নি‘মাত’ করা দ্বিতীয় প্রকার পরিবর্তনের একটি উদাহরণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ‘বরং তার দু‘হাত প্রসারিত’ (আল-মায়িদাহ, ৫:৬৪)। কিন্তু উপরিউক্ত পরিবর্তন-পরিবর্ধন দ্বারা আল্লাহর হাতকে অস্বীকার করা হয়েছে।

(খ) আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীকে ‘তা‘ত্বীল’ (التَّعْطِيلُ) বা অকেজো গণ্য করা যাবে না :

আল্লাহ তা‘আলা নিজের জন্য যেসব নাম ও গুণ সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলো পুরোপুরি বা আংশিক অস্বীকার করাকে ‘তা‘ত্বীল’ বলে। ‘তাহরীফ’ হচ্ছে, সঠিক অর্থকে অস্বীকার করে সেখানে ভুল অর্থ ঢুকিয়ে দেয়া। আর ‘তা‘ত্বীল’ হচ্ছে, ভুল অর্থ না ঢুকিয়ে শুধু সঠিক অর্থকে অস্বীকার করা। এই হল ‘তাহরীফ’ এবং ‘তা‘ত্বীল’-এর মধ্যে পার্থক্য। দু’টোই আল্লাহর উপর চরম সীমালঙ্ঘন।

(গ) আল্লাহর কোন গুণের ‘তাকদীফ’ (التَّكْذِيفُ) বা কল্পিত আকৃতি স্থির করা চলবে না : যেমন- কেউ কেউ কল্পনা করে, আল্লাহর হাত এমন, তিনি আরশের উপর এমন করে সমুন্নত ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে এমন কল্পনা মারাত্মক ভুল। কারণ আল্লাহর গুণাবলীর ধরন তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। তার সৃষ্টি তার গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ।

(ঘ) আল্লাহর কোন গুণকে অন্য কারো গুণের সাথে ‘তাশবীহ’ (التَّشْبِيهُ) বা সাদৃশ্য দেয়া যাবে না :

যেমন- কেউ কেউ সাদৃশ্য দিয়ে বলে, আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মত, তাঁর চেহারা আমাদের চেহারার মত ইত্যাদি। না‘উযুবিল্লাহ।

অতএব আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন, অস্বীকার, কল্পিত আকৃতি স্থির ও সাদৃশ্য প্রদান করা চলবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

‘আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত, অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে’ (আল-আ‘রাফ, ৭:১৮০)।

সেজন্যই ইমাম মালেক রহিমাল্লাহ-কে যখন আল্লাহ কর্তৃক আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন,

لِالْأَسْمَاءِ الْمَعْلُومَةِ وَالْكَيفِ الْمَجْهُولِ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ بِدْعَةٍ وَأَرَأَيْكَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ.

‘এর অর্থ জানা আছে। তবে তার ধরন জানা নেই। এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা বিদ‘আত। আমি তোমাকে বিদ‘আতী দেখতে পাচ্ছি’। অতঃপর তিনি প্রশ্নকারীকে সেখান থেকে বের করে দেয়ার আদেশ করেছিলেন।^৬

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে দু’টি দল বিভ্রান্ত হয়েছে :

(১) ‘আল-মু‘আত্তিলাহ’ (الْمُعْطَلَةُ) : যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী পুরোটাই বা কিছু কিছু অস্বীকার করে থাকে। তাদের ধারণা মতে, সেগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করলে আল্লাহকে তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করা অবধারিত হয়ে যাবে। তাদের এই ধারণা কয়েকভাবে প্রত্যাখ্যাত-বাতিল। যথা :

(ক) তাদের এ ধারণা মেনে নিলে আল্লাহর কালামে বৈপরীত্য অবধারিত হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তার নিজের জন্য অনেকগুলো নাম ও গুণ সাব্যস্ত করেছেন। আবার তাঁর মত যে কেউ নয়, সেকথাও সাব্যস্ত করেছেন। এতদুভয় সাব্যস্ত করতে গেলে যদি সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্য অবধারিত হয়ে যেত, তবে আল্লাহর কালামে

৬. শাফেবী (মৃঃ ৭৯০ হিঃ), আল-ই‘তিহাম, তাহক্বীক: সালীম ইবনে ঈদ আল-হেলালী, (সউদী আরব: দারু ইবনে আফফান, ১ম প্রকাশ: ১৪১২ হিঃ/১৯৯২ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩।

বৈপরীত্য অবধারিত হয়ে যেত এবং আল্লাহর কালামের একটা আরেকটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলে প্রমাণিত হত!

(খ) নাম বা গুণে দু'টি জিনিসের মিল থাকলেই যে সে দু'টি একই রকম হয়ে যাবে, এমনটি নয়। দু'জন ব্যক্তি শ্রবণ, দর্শন ও বাকশক্তি সম্পন্ন মানুষ হলেও মানবীয় গুণ, শ্রবণ, দর্শন ও কথা বলার ক্ষেত্রে তারা উভয়ই একই নয়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন প্রাণীর হাত, পা, চোখ থাকলেও তাদের সবার হাত, পা, চোখ কিন্তু একই নয়।

নাম এবং গুণে মিল থাকা সত্ত্বেও সামান্য সৃষ্টির মধ্যেই যদি এমন অমিল হয়, তাহলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কী হতে পারে?!

(২) 'আল-মুশাব্বাহ' (الْمُشَبَّه) : যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করে ঠিকই, তবে স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদানের মাধ্যমে। তাদের ধারণা, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীছের দাবী এটাই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তাদের বোধগম্য ভাষায় সম্বোধন করেছেন। কিন্তু তাদের এই দাবী কয়েকভাবে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। যথা:

(ক) আল্লাহকে তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়া নেহায়েত অন্যায়, যা সুস্থ বিবেক এবং ইসলামী শরী'আত অন্যায় বলে গণ্য করে। আর কিতাব-সুন্নাহর বক্তব্যের দাবী কখনই অন্যায় হতে পারে না।

(খ) আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তাদের বোধগম্য ভাষায় সম্বোধন করেছেন মূল অর্থ বিবেচনায়। তবে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর বাস্তবতা ও প্রকৃত অবস্থার জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। যেমন- আল্লাহ যখন নিজের জন্য সাব্যস্ত করেন যে, তিনি سَمِيعٌ বা সর্বশ্রোতা, তখন سَمْعٌ বা শোনার মূল অর্থ আমাদের জানা; আর তা হচ্ছে, শব্দ শুনতে পাওয়া। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার শ্রবণের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা কেমন, তা আমাদের জানা নেই। কেননা খোদ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেই শ্রবণের ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে; তা হলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কেমন তারতম্য হতে পারে! অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি আরশের উপর উঠেছেন (اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)। استواء শব্দের মূল অর্থ আমাদের জানা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর উঠার ধরন ও বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের অজানা। কেননা খোদ আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রেই উঠার ধরন বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- স্থির একটি চেয়ারে উঠা পলায়ণপর একটি উটের পিঠে উঠার মত নয়। সৃষ্টির মধ্যেই যদি এই পার্থক্য থাকে, তবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কেমন পার্থক্য হতে পারে?

মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা :

তাওহীদ গ্রহণ না করলে সে জীবন আসলে জীবনই নয়। মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা বুঝাতে এই একটি কথাই বোধ হয় যথেষ্ট। তবুও নিম্নে মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

(১) তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেকটি মানুষের উপর ফরয এবং প্রত্যেকের উপর সর্বপ্রথম এর উপর আমল করা ফরয :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ‘অতএব, জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (হক) মা'বুদ নেই’ (মুহাম্মাদ, ৪৭:১৯)। অত্র আয়াতের তাফসীরে শায়খ আব্দুর রহমান সা'দী রহিমাল্লাহ বলেন,

وَهَذَا الْعِلْمُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ - وَهُوَ الْعِلْمُ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ - فَرُضَ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ لَا يَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ بَلْ كُلُّ مُضْطَرٍّ إِلَى ذَلِكَ.

‘এই যে জ্ঞান অর্জনের আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন অর্থাৎ তাওহীদের জ্ঞান, তা অর্জন করা প্রত্যেকটি মানুষের উপর ফরয। যেই হোক না কেন কারো জন্যই এক্ষেত্রে কোন প্রকার ছাড় নেই। বরং সবাই এটা জানতে বাধ্য’।^৭

রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘প্রত্যেকটি মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয’।^৮

ফুযাইল ইবনু আযায় রহিমাল্লাহ-কে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী, ‘প্রত্যেকটি মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

كُلُّ عَمَلٍ كَانَ عَلَيْكَ فَرِيضًا فَطَلَبُ عِلْمِهِ عَلَيْكَ فَرِيضٌ وَمَا لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ بِهِ عَلَيْكَ فَرِيضًا فَلَيْسَ طَلَبُ عِلْمِهِ عَلَيْكَ بِوَاجِبٍ.

‘আপনার উপর যে আমল করা ফরয, সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাও আপনার উপর ফরয। আর আপনার উপর যে আমল করা ফরয নয়, সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাও আপনার উপর ফরয নয়’।^৯ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার চেয়ে বড় ফরয আর কিছু আছে কি?

৭. আব্দুর রহমান সা'দী, তায়সীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, তাহকীক: আব্দুর রহমান আল-লুওয়াইহিক, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ: ১৪২০ হিঃ/২০০০ খৃঃ, পৃঃ ৭৮৭।

৮. সুনানে ইবনে মাজাহ হা/২২৪, ‘ছহীহ’।

(২) তাওহীদ সর্বপ্রথম আদিষ্ট বিষয় এবং এর বিপরীত দিক সর্বপ্রথম নিষিদ্ধ বিষয়:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

‘বলো, তোমরা এসো, তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তেলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে’ (আল-আন‘আম, ৬:১৫১)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ‘আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার কর’ (আন-নিসা, ৪:৩৬)। হাফেয হাকামী (মৃত্যুঃ ১৩৭৭ হিঃ) বলেন,

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ أَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَلِهَذَا كَانَ أَوَّلَ دَعْوَةِ الرُّسُلِ كُلِّهِمْ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْيِ الشِّرْكِ فَلَمْ يَأْمُرُوا بِشَيْءٍ قَبْلَ التَّوْحِيدِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنْ شَيْءٍ قَبْلَ الشِّرْكِ كَمَا قَدَّمْنَا بَسْطَ ذَلِكَ وَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى التَّوْحِيدَ مَعَ شَيْءٍ مِنَ الْأَوَامِرِ إِلَّا جَعَلَهُ أَوَّلَهَا وَلَا ذَكَرَ الشِّرْكَ مَعَ شَيْءٍ مِنَ التَّوَاهِي إِلَّا جَعَلَهُ أَوَّلَهَا.

‘মূল কথা হলো, আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্যে ভয়াবহতম বিষয় হচ্ছে শিরক, যেমনিভাবে আল্লাহ্র আদিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। সেকারণে সকল রাসুলের প্রথম দা‘ওয়াত ছিল আল্লাহ্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠার এবং শিরক বর্জনের। তারা তাওহীদের পূর্বে কোন কিছুর আদেশ করেননি এবং শিরকের পূর্বে কোন কিছু থেকে নিষেধ করেননি; যার উপরে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ইতিমধ্যে করে এসেছি। আল্লাহ তা‘আলা যেখানেই তাওহীদকে অন্যান্য আদেশের সাথে উল্লেখ করেছেন, সেখানেই তাওহীদকে প্রথমে এনেছেন এবং যেখানেই শিরককে অন্যান্য নিষেধের সাথে উল্লেখ করেছেন, সেখানেই শিরককে প্রথমে এনেছেন’।^{১০}

৯. খাত্তাবী (মৃত: ৩৮৮ হিঃ), মা‘আলিমুস সুন্নাহ, (আল-মাতুবাহ‘আহ আল-ইলমিইয়াহ, হালাব, সিরিয়া, ১ম প্রকাশ: ১৩৫১ হিঃ/১৯৩২ খৃঃ), ৪/১৮৬।

১০. মা‘আরেজুল কুবুল, (দারু ইবনিল ক্বাইয়িম, দাম্মাম, ১ম প্রকাশ: ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ খৃঃ), ২/৪৮১।

(৩) তাওহীদ সবচেয়ে বড় সৎকাজ এবং এর বিপরীত দিক সবচেয়ে বড় অসৎকাজ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, ‘রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম আমল কোন্টি? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা’।^{১১}

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْثَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, ‘আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি? তিনি বললেন, তুমি কাউকে আল্লাহর শরীক বানালে, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’।^{১২}

(৪) আল্লাহ তা‘আলা বনী আদমের কাছ থেকে ‘তাওহীদ’-এর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তাদেরকে তাওহীদের ফিত্রাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ.

‘আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম। যাতে ক্রিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম’ (আল-আ‘রাফ, ৭:১৭২)।

ইবনু কাছীর রহিমাল্লাহু বলেন, ‘আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি বনী আদমকে তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে তাদের নিজেদের ব্যাপারে নিজেদের সাক্ষী করলেন এ মর্মে যে, তিনি তাদের রব, তিনি তাদের মালিক এবং তিনি ছাড়া কোন (হক্ক) মা‘বুদ নেই। তিনি তাদেরকে এই ফিত্রাত দিয়েই সৃষ্টি করলেন’।^{১৩}

১১. ছহীহ বুখারী হা/২৬, ২৫১৮।

১২. ছহীহ বুখারী হা/৪৪৭৭, ৬০০১, ৬৮১১, ৭৫২০; ছহীহ মুসলিম হা/১৪১।

১৩. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৩/৫০০।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

‘অতএব, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্র ফিৎরাত (প্রকৃতি)-এর অনুসরণ কর, যে ফিৎরাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না’ (আর-রুম, ৩০:৩০)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسَّانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تُنْتَجُ الْبَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ.

‘প্রত্যেক নবজাতক ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রীস্টান বা অগ্নি উপাসকে রূপান্তরিত করে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ কি?’^{১৪}

ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَوْ تَرَكَ مِنْ وَقْتٍ وَلَدَّتِهِ وَمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ نَظَرُهُ لَأَدَّاهُ إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ وَهُوَ التَّوْحِيدُ.

‘এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেককেই তার জন্ম থেকে তার চিন্তা-ভাবনার বয়স পর্যন্ত যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার চিন্তা-ভাবনা তাকে স্বভাবসুলভভাবে দ্বীনে হক্কেই নিয়ে যাবে। আর দ্বীনে হক্কেই হচ্ছে তাওহীদ’^{১৫}

(৫) তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ‘আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে’ (আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)। এখানে لِيَعْبُدُونِ ‘তারা আমার ইবাদত করবে’-এর অর্থ হচ্ছে, لِيُؤَحِّدُونِ ‘তারা আমার তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে’।

১৪. ছহীহ বুখারী হা/১৩৮৫।

১৫. ফাতহুল বারী, ১০/৩৩৯।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব রহিমাল্লাহ বলেন,

فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكَ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ.

‘অতএব, আপনি যখন জানলেন যে, আল্লাহ আপনাকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তখন এটাও জেনে রাখুন যে, তাওহীদের সঙ্গ ছাড়া কোন ইবাদতকে ইবাদত বলা হয় না; পবিত্রতা ও ওয়ূর সঙ্গ ছাড়া যেমন ছলাতকে ছলাত বলা হয় না। ফলে, ইবাদতে যখন শিরক প্রবেশ করে, তখন তা নষ্ট হয়ে যায়; যেমন ওয়ূতে বায়ু সজ্জাটিত হলে তা নষ্ট হয়ে যায়।’^{১৬}

(৬) সকল নাবী-রসূলকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই পাঠানো হয়েছিল এবং তাদের মৌলিক দা‘ওয়াতই ছিল তাওহীদের দা‘ওয়াত :

এমন কোন নাবী-রসূল প্রেরিত হননি, যাকে তাওহীদ এবং তাওহীদের দা‘ওয়াত দিতে পাঠানো হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগূত বর্জন কর’ (আন-নাহল, ১৬:৩৬)। আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

‘আর তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল আমি পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই অহি নাযিল করিনি যে, আমি ছাড়া কোন (হক্ব) মা‘বুদ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর’ (আল-আম্বিয়া, ২১:২৫)।

প্রত্যেক নবীই তার ক্বওমকে এই তাওহীদের দা‘ওয়াত দিয়ে বলেছিলেন,

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (হক্ব) মা‘বুদ নেই’ (আল-আ‘রাফ, ৭:৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; হূদ, ১১:৫০, ৬১, ৮৪; আল-মুমিনুন, ২৩:২৩)।

১৬. আব্দুর রহমান ইবনে নাহের আল-বাররাক, শারহুল ক্বওয়া‘ইদিল আরবা’, মুআসাসাতু শাবাকাতি নূরিল ইসলাম, ১ম প্রকাশ: ১৪৩১ হিঃ/২০১০ খৃঃ, পৃঃ ১০।

(৭) তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল করেন :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ — أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ.

‘আলিফ-লাম-র। এটি এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুস্থিত করা হয়েছে, অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে’ (হূদ, ১১:১-২)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

‘আর তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল আমি পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই অহি নাযিল করিনি যে, আমি ছাড়া কোন (হক্ব) মা‘বুদ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর’ (আল-আম্বিয়া, ২১:২৫)।

(৮) পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই তাওহীদের আলোচনা : কারণ কুরআন মাজীদ আমাদেরকে হয় আল্লাহ, তার নামসমূহ, গুণাবলী, কর্ম ও কথার খবর দিয়েছে; আর সেটা তো সরাসরি তাওহীদই। না হয় এক আল্লাহর ইবাদতের এবং অন্যের ইবাদত বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে, সেটাও তো তাওহীদ। না হয় আমাদেরকে আদেশ বা নিষেধ করেছে; আর সেটা তো তাওহীদের হক্ব ও পরিপূরক। না হয় ইহকাল-পরকালে তাওহীদের মর্যাদা সম্পর্কে খবর দিয়েছে; আর সেটা হচ্ছে তাওহীদপন্থীদের প্রতিদান। আর না হয় শিরককারীদের ইহকাল ও পরকালের শাস্তির খবর দিয়েছে; আর সেটা তো তাওহীদ বর্জনকারীদের পরিণতি। অতএব, গোটা কুরআনে তাওহীদ, তাওহীদের হক্ব এবং এর প্রতিদান সম্পর্কে আর শিরক, শিরককারী এবং তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করেছে।^{১৭}

(৯) মানুষকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দিকেই দা‘ওয়াত দিতে হবে : মু‘আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দা‘ওয়াতের নীতি শিখিয়েছিলেন এভাবে,

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

‘তুমি আহলে কিতাবদের নিকট গমন করছো; কাজেই প্রথমে তাদের আল্লাহর ইবাদতের দা‘ওয়াত দিবে’।^{১৮}

১৭. শারহুল আক্বীদাতিত তুহাবিবিয়াহ, পৃঃ ৪১-৪২।

১৮. ছহীহ বুখারী হা/১৪৫৮, ৭৩৭২; ছহীহ মুসলিম হা/৩১।

‘কিতাবুত-তাওহীদ’-এর ভাষ্যকার সূলায়মান ইবনে আব্দুল্লাহ (মৃতঃ ১২৩৩ হিঃ) বলেন, ‘যখন দীনের দিকে দা’ওয়াত দিতে চাইবে, তখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর মর্মার্থ ‘তাওহীদ’ দিয়ে দা’ওয়াত শুরু করবে। কারণ তাওহীদ ছাড়া আমল শুদ্ধ হয় না। আমলের মূল হচ্ছে তাওহীদ, যার উপর আমল ভিত্তিশীল। সেজন্য, যখনই তাওহীদ পাওয়া যাবে না, তখনই আমল কোন কাজে আসবে না। বরং তা নষ্ট বলে গণ্য হবে। কেননা শিরকের সাথে ইবাদত শুদ্ধ হতে পারে না।...তাছাড়া এই কালেমার মর্মার্থ উপলব্ধি করা বান্দাদের উপর প্রথম ওয়াজিব। সুতরাং সেটা দিয়েই দা’ওয়াত শুরু করতে হবে’।^{১৯}

(১০) সমস্ত মানুষের উপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় হক্ব হচ্ছে তাওহীদ :

মু’আয রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قُلْتُ لَا قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.

‘আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পেছনে সওয়ারীর উপর উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি আমাকে ডাক দিলেন, হে মু’আয! আমি বললাম, লাক্বাইকা ওয়া সা’দাইক। তারপর তিনি এক্রপ তিনবার ডাকলেন। এরপর বললেন, তুমি কি জানো যে, বান্দাদের উপর আল্লাহর হক্ব কী? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, বান্দাদের উপর আল্লাহর হক্ব হচ্ছে, তারা তার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোন কিছুর শরীক করবে না। এরপর আবার কিছুক্ষণ চলার পর তিনি আমাকে ডাক দিলেন, হে মু’আয! আমি বললাম, লাক্বাইকা ওয়া সা’দাইক। তিনি বললেন, তুমি কি জানো যে, বান্দা যখন তার ইবাদত করবে, তখন আল্লাহর উপর বান্দাদের হক্ব কী হবে? তা এই যে, তিনি তাদের আযাব দিবেন না’।^{২০}

(১১) যাবতীয় আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্তই হচ্ছে তাওহীদ :

তাওহীদ ছাড়া কোন আমল যেমন কবুল হবে না, তেমনি তাওহীদপন্থী ছাড়া অন্যদের আমলও আল্লাহ কবুল করবেন না। এরশাদ হচ্ছে,

১৯. তায়সীরুল আযীযিল হামীদ, তাহকীক: যুহাইর আশ-শাবীশ, আল-মাকতাবুল ইসলামী,

বৈরুত, দামেশক, ১ম প্রকাশ: ১৪২৩ হিঃ/২০০৩ খৃঃ, পৃঃ ৯৪।

২০. ছহীহ বুখারী হা/২৮৫৬, ৬২৬৭, ৭৩৭৩; ছহীহ মুসলিম হা/৪৮, ৪৯, ৫০।

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

‘আর তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহি পাঠানো হয়েছে যে, তুমি শিরক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (আয-যুমার, ৩৯:৬৫)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا.

‘আর যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার মত, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে আসে, তখন কিছুই পায় না’ (আন-নূর, ২৪:৩৯)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَىٰ مُنَادٍ مِّن كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشَّرِّكَ.

‘কিয়ামতের দিন, যেদিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, যখন আল্লাহ আগের-পরের সবাইকে একত্রিত করবেন, তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, যে আমল সে আল্লাহর জন্য করেছে, তাতে যদি কাউকে শরীক করে থাকে, তবে সে তার ঐ আমলের প্রতিদান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে তালাশ করুক। কারণ, আল্লাহ শরীকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত’।^{২১}

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشَّرِّكَ مَن عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ.

‘আমি শরীকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদি কেউ কোন আমল করে এবং তাতে আমি ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করে, তাহলে আমি তাকে ও তার শিরকী আমলকে প্রত্যাখ্যান করি’।^{২২} অন্য বর্ণনায় এসেছে,

‘তাহলে আমি তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সে কাজ তার জন্য, যাকে সে শরীক করেছে’।^{২৩}

২১. মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৮৩৮, ১৭৮৮৮; সুনানে তিরমিযী হা/৩১৫৪, ‘ছহীহ লিগয়রিহী’।

২২. ছহীহ মুসলিম হা/২৯৮৫।

২৩. সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৪২০২, ‘ছহীহ’।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمَسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.

‘হে আল্লাহর রসূল! জাহেলী যুগে ইবনু জুদ‘আন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং মিসকীনকে খাওয়াতেন; এটা কি তার কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন, এটা তার কোন উপকারে আসবে না; কারণ তিনি কোন দিন বলেননি যে, হে আমার রব! ক্বিয়ামতের দিন তুমি আমার পাপ ক্ষমা করে দিও’।^{২৪}

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এই হাদীছের অর্থ হচ্ছে, সম্পর্ক রক্ষা, খাওয়ানো ইত্যাদি যেসব ভাল কাজ তার ছিল, সেগুলো পরকালে তার কোন কাজে আসবে না। কারণ তিনি ছিলেন কাফির। এটাই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী, (হে আমার রব! ক্বিয়ামতের দিন তুমি আমার পাপ ক্ষমা করে দিও)-এর মর্মার্থ। অর্থাৎ তিনি পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন না। আর যে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না, সে কাফির। কোন আমলই তার ফায়দা দিবে না। ক্বাযী আয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ মর্মে ‘ইজমা’ হয়েছে যে, কাফিরদের আমল তাদের কোন উপকারে আসবে না; এর বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাতেও দেয়া হবে না, শাস্তিও লাঘব করা হবে না। তবে তাদের পাপের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের পরস্পরের মধ্যে আযাবে তারতম্য হবে’।^{২৫}

(১২) তাওহীদের মাধ্যমে পাপরাশি ক্ষমা করা হয় :

তাওহীদপন্থীদের পাপরাশি আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করে দিবেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَفَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

‘হে আদম সন্তান! তুমি যদি যমীন ভরতি পাপরাশি নিয়েও আমার কাছে এসে উপস্থিত হও আর আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে থাক, তবে আমি যমীন ভরতি ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হবো’।^{২৬}

২৪. ছহীহ মুসলিম হা/৩৬৫।

২৫. আল-মিনহাজ শারহু ছহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, দারু এহুইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরুত, ২য় প্রকাশ: ১৩৯২ হিঃ, ৩/৮৭।

২৬. সুনানে তিরমিযী হা/৩৫৪০, ‘ছহীহ’।

কারণ তাওহীদ নেকীর পাল্লায় অত্যন্ত ভারী হবে। হাদীছে এসেছে,

يُصَاحُّ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ سَجْدًا كُلُّ سَجْدٍ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَظْلَمْتُكَ كَتَبْتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا ثُمَّ يَقُولُ أَلَاكَ عُذْرٌ أَلَاكَ حَسَنَةٌ فَيَهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ لَهُ بَطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبَطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجَّاتِ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ فَتَوْضَعُ السَّجَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبَطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السَّجَّاتُ وَثَقَلَتِ الْبَطَاقَةُ.

‘কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টি সামনে আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে, অতঃপর তার সামনে ৯৯টি দফতর পেশ করা হবে। প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তুমি কি এর কোন কিছু অস্বীকার করো? সে বলবে, না, হে আমার রব! অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর আমার আমলনামা লেখক ফেরেশতাগণ কি যুলম করেছে? সে বলবে, না। তারপর তিনি বলবেন, তোমার কি কোন কৈফিয়ত আছে? তোমার কি কোন নেকী আছে? সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, আমার নিকট তোমার কিছু নেকী জমা আছে। আজ তোমার উপর যুলম করা হবে না। অতঃপর তার সামনে একটি চিরকুট তুলে ধরা হবে, যাতে লিপিবদ্ধ থাকবে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

তখন সে বলবে, হে আমার রব! এতো বৃহৎ দফতরসমূহের তুলনায় এই ক্ষুদ্র চিরকুট আর কী উপকারে আসবে! তিনি বলবেন, তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে না। অতঃপর সেই বৃহদাকার দফতরসমূহ এক পাল্লায় এবং সেই ক্ষুদ্র চিরকুটটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। এতে বৃহদাকার দফতরসমূহের পাল্লায় হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং ক্ষুদ্র চিরকুটের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে’।^{২৭}

(১৩) তাওহীদের কারণেই মানুষ ‘মুসলিম’ এবং ‘কাফির’-এ দু’ভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ‘ওয়ালা (বন্ধুত্ব)’ ও ‘বারা (শত্রুতা)’^{২৮} প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ.

‘আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তার রসুলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালোবাসে, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়’ (আল-মুজাদিলাহ, ৫৮:২২)।

(১৪) তাওহীদের কারণেই জিহাদের বিধান প্রণীত হয়েছে: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

‘আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে, তারা যদি (ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে) বিরত হয়, তাহলে তারা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা’ (আল-আনফাল, ৮:৩৯)।

এখানে ফিতনা হচ্ছে শিরক। অতএব, আয়াতটি প্রমাণ করে যে, যতক্ষণ শিরক থাকবে, ততক্ষণ জিহাদ চালু থাকবে।...আল্লাহ (মুমিনদেরকে) তাওহীদ বাস্তবায়ন, শিরক বর্জন এবং দীনের প্রকাশ্য বিধানাবলী প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আদেশ করেছেন। যদি তারা এগুলো করে, তাহলে তাদের পথ খুলে দেয়া হবে। কিন্তু তারা যদি এগুলোর সবই কিংবা কিয়দংশ বাস্তবায়ন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে ‘ইজমা’-এর ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে- যদিও তারা (মুখে মুখে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে।^{২৯}

২৮. সম্মানিত পাঠক! ‘ওয়ালা ও বারা’ ঈমান ও আক্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য যরুরী। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন লেখক প্রণীত ‘ইসলামে ওয়ালা ও বারা’ বইটি।

২৯. তায়সীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ১১৬।

(১৫) তাওহীদ জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম শর্ত :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ .

‘নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অংশীদার স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না’ (আল-মায়িদাহ, ৫:৭২)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ .

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে’।^{৩০}

অন্যত্র রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

‘যে ব্যক্তি এটা জেনে মৃত্যুবরণ করবে যে, ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা‘বুদ নেই’ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।^{৩১}

(১৬) তাওহীদ জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অন্যতম শর্ত :

রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ شَعِيرَةٌ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ ذَرَّةٌ مِنْ خَيْرٍ .

‘যে ব্যক্তি ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু’ পড়েছে এবং তার অন্তরে একটি যবের ওয়ন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে, সে জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসবে। যে ব্যক্তি ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু’ পড়েছে এবং তার অন্তরে একটি গমের ওয়ন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে, সে জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসবে। যে ব্যক্তি

৩০. ছহীহ মুসলিম হা/৯৩।

৩১. ছহীহ মুসলিম হা/২৬।

‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু’ পড়েছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে, সে জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসবে’।^{৩২} অন্য হাদীছে এসেছে,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ.

‘যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (হক্ক) মা’বুদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসূল, আর ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং তার সেই কালিমা, যা তিনি মারইয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তার নিকট হতে একটি রুহ মাত্র, জান্নাত হক্ক এবং জাহান্নাম হক্ক, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না কেন’।^{৩৩}

(১৭) শক্তি অর্জন এবং যমীনে বিজিত হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে তাওহীদ :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পসন্দ করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে, তারাই ফাসিক’ (আন-নূর, ২৪:৫৫)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তিনি এই উম্মতের ঈমানদার এবং সৎকর্মশীলদের এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই অবশ্যই তিনি তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানাবেন, পৃথিবীতে যাদের থাকবে কর্তৃত্ব এবং মূল্যায়ন।^{৩৪}

৩২. ছহীহ বুখারী হা/৪৪।

৩৩. ছহীহ বুখারী হা/৩৪৩৫।

৩৪. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (মৃত্যুঃ ১৩৯৩ হিঃ), আযওয়াউল বায়ান ফী ঈযাহিল কুরআনি বিলকুরআন, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৫ খৃঃ, ৫/৫৫৩।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

‘হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন’ (মুহাম্মাদ, ৪৭:৭)।

(১৮) নিরাপত্তা এবং হিদায়াতপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে তাওহীদ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

‘যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের সাথে (শিরকের সাথে) সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত’ (আল-আন’আম, ৬:৮২)।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহি.) বলেন,

أَيُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخْلَصُوا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا هُمُ الْأَمْنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُهْتَدُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

‘অর্থাৎ যারা শরীকবিহীন এক আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করে এবং তার সাথে কোন কিছুর শরীক করে না, ক্বিয়ামতের দিন তারাই নিরাপদে থাকবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তারাই সঠিক পথে পরিচালিত’।^{৩৫}

(১৯) বরকত নাযিল হওয়ার অন্যতম কারণ তাওহীদ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

‘আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম’ (আল-আ’রাফ, ৭:৯৬)।

(২০) কবরে বান্দাকে সর্বপ্রথম তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

‘আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে ঈমানদারদেরকে সুদৃঢ় বাণী দ্বারা অবিচল রাখেন। আর আল্লাহ যালিমদের পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা, তাই করেন’ (ইবরাহীম, ১৪:২৭)।

এখানে সুদৃঢ় বাণী হচ্ছে ‘তাওহীদ’ এবং আখিরাতে অবিচল রাখার অর্থ হচ্ছে, কবরে প্রশ্নের সময় অবিচল রাখা।^{৩৬}

(২১) ক্বিয়ামতে শাফা‘আত প্রাপ্তির শর্ত হচ্ছে তাওহীদ :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

‘সেদিন পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন আর যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তার সুপারিশ ছাড়া কারো সুপারিশ কোন কাজে আসবে না’ (ত্ব-হা, ২০:১০৯)।

‘আল্লাহ তাওহীদ ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। যেমনটি তিনি বলেন, আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে (আলে ইমরান, ৩:৮৫)।

অনুরূপভাবে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার শাফা‘আত লাভে সবচেয়ে ধন্য ঐ ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠ হৃদয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে’।^{৩৭}

শেষ কথা :

সম্মানিত পাঠক! তাওহীদের গুরুত্ব, তা মানব জীবনে গ্রহণের অপরিহার্যতা কতটুকু, তা আর বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাওহীদ অনুধাবন ও তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভের তাওফীক দান করুন- আমীন!

৩৬. মা‘আরেজুল ক্ববুল, ২/৭১৮; শায়খ উছায়মীন (মৃত্যুঃ ১৪২১ হিঃ), শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিতিয়াহ, ২/১১৫।

৩৭. তায়সীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ২৩৩।